ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

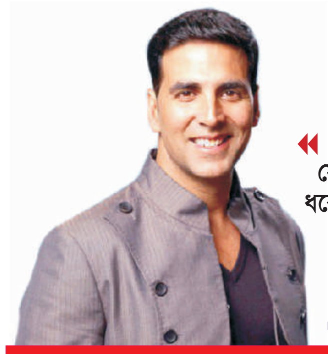

৫৭ বছর বয়সেও যে উপায়ে ফিটনেস ধরে রেখেছেন অক্ষয়

পৃঃ ৫

আলকারাসকে হারিয়ে জোকোভিচের স্বর্ণ জয়

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২১৮ ● কলকাতা ● ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ১০ আগস্ট, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

আরম্বরহীন ভাবেই গানে গানে শেষ বিদায়

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : শুক্রবার দুপুরে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শববাহী সকট শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিধানসভা ভবনে নিয়ে আসা হয়। বাম জমানার দ্বিতীয় এবং শেষ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শেষবারের মতো বিধানসভা এসেছিলেন ১৩ বছর আগে। তখন তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আর আজ এলেন শববাহী সকটে। এখানেই তিনি মিলিয়ে দিলেন শাসক বিরোধী নেতা নেত্রীদের। শুক্রবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বিধানসভায় শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে বর্তমান সময় শাসক বিরোধী তরজা এক অন্য মাত্রায় রয়েছে। অভিষেক বনাম শুভেন্দুর দ্বৈরথ দেখতে অভ্যস্ত বাংলার মানুষ। তারা দুজনেই আজ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য হাজির ছিলেন বিধানসভার অলিন্দে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিধানসভার অনিন্দে মরদেহ শায়িত রাখা হয়। এখানেই তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, ফিরাদ হাকিম সহ তৃণমূলের মন্ত্রী, বিধায়ক এবং সংসদরা। বিজেপির অন্যান্য বিধায়ক এবং নেতারাও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। বাম নেতাদের সঙ্গে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দূরত্ব অনেকটাই। কিন্তু এদিন বাম জমানার শেষ মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্যে শাসক এবং বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীদের একসাথে দেখা গেল। বৃহস্পতিবার বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়ানের পরেই তাঁর পাম এভিনিউ এর বাড়িতে ছুটে যান বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়ানে বৃহস্পতিবার পূর্ণদিবস ছুটি ঘোষণা করেন। এই দিনে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গান স্যালুটের মাধ্যমে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বিদায় জানানো হবে। পরে আলিমুদ্দিন স্টেট সিদ্ধান্ত নয় সরকারি কোন ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হবে না। যদিও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যও গান স্যালুট চাননি। জানা গেছে বিধানসভায় শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হবে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সিপিআইএমের সদর দপ্তরে। এখানে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মরদেহ তুলে দেয়া হবে হাসপাতালে হাতে। প্রথা মাফিক তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে না। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অগ্রজ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং প্রাক্তন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের

এরপর ৩ পাতায়

বুদ্ধদেবের শেষ যাত্রায়

বিধানসভায় মিলে গেল সব রং

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বামফ্রন্ট শূন্য বিধানসভায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দেহ মিলিয়ে দিল বিরোধীদের। একই ফ্রেমে ধরা পড়লেন রাজ্যের বর্তমান যুযুধান দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। একদিকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিপক্ষের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ বিদায়ের আগে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মিলিয়ে দিয়ে গেলেন বিরোধী দলের দুই সদস্যকে।বিধানসভায় আনা হয়েছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মরদেহ। দীর্ঘদিনের জনপ্রিতিনিধি। তাঁকে সেখানেই শ্রদ্ধা জানায় তৃণমূল ও বিজেপির বিধায়করা। বিধানসভাতেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে বুদ্ধবাবুকে শ্রদ্ধা জানান শুভেন্দু অধিকারী। তিনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। সেই সময়ই তাঁকে একই সঙ্গে দেখা যায়। যদিও কেউই কারো সঙ্গে কথা বলেননি। শুভেন্দু অধিকারী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, সমবেদনা জানান তাঁর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যকে। তারপরই সেখান থেকে চলে যান। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে শ্রদ্ধা জানানোর ভিডিও নিজেই শেয়ার করেছেন শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দেহ আসার সময়ই স্লোগান দেন দলীয় বিধায়করা। সেখানে দীর্ঘ সময় রাখা হয়েছিল দেহ। বিধানসভা থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দেহ নিয়ে যাওয়া যায় আলিমুদ্দিনে সিপিআই(এম)এর পার্টি অফিসে। সেখানে দেহ রাখা হবে প্রায় তিন ঘণ্টা। আলিমুদ্দিনের দলীয় কার্যালয়ে প্রিয় নেতাকে বিদায় জানাতে সকাল থেকেই ভিড় রয়েছে

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবিতা সংকলন

দীপ প্রজ্জ্বল

সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সহ-সম্পাদক : নিবেদিতা শেঠ

Phone : 9163761670 /9564382031

কবিতা, গল্প ও অনুগল্প সংকলন

অনুগল্প ও গল্পের জন্য
ফোনে কথা বলে নেবেন
নিয়ম ও কারণ জানার জন্য।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

শিশু কিশোর আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)

আগামী ২৪ ও ২৫ আগস্ট '২৪ হাওড়া, উঃ ২৪ পরগনা, দঃ ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং কলকাতার ছোটোদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

২৪ এবং ২৫ আগস্ট প্রেসিডেন্সি বিভাগের উল্লিখিত জেলাগুলির জন্য এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার সময়সহ বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদনপত্র সংগ্রহের জন্য দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (প্রতি ক্ষেত্রে শনি, রবি ও অন্য ছুটির দিন বাদে) কলকাতায় শিশু কিশোর আকাদেমির কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট ২০২৪।

প্রতিযোগিতার বিষয়: 'ক' বিভাগ (৫ থেকে ১০+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি। 'খ' বিভাগ (১১ থেকে ১৬+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা। এই প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শংসাপত্র দেওয়া হবে। এবং এই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই আসন্ন 'পঞ্চদশ রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব'-এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বিঃ দ্রঃ- আসন্ন রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবে দলগত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য (গান, নাচ, আবৃত্তি, বৃন্দবাদন ইত্যাদি) এবং একক যন্ত্রবাদন, মূকাভিনয়, ম্যাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের জন্য পেন ড্রাইভ/ডিভিডিসহ (অফেরতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করতে হবে। দলগত অনুষ্ঠানে দলের লেটারহেডেএবং অন্যান্য একক অনুষ্ঠানের জন্য সাদা কাগজে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নামে চিঠি জমা দিতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই পেন ড্রাইভ/ডিভিডি (অফেরতযোগ্য) দপ্তরে জমা দিতে হবে।

প্রতিযোগিতার স্থান: উত্তীর্ণ, আলিপুর। সময়: ২৪ আগস্ট সকাল ১০ টা থেকে 'ক' বিভাগ এবং ২৫ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে 'খ' বিভাগ

শিশু কিশোর আকাদেমি। উত্তীর্ণ, দ্বিতীয় তল। ১এ, রিফর্মেটরি স্ট্রিট, আলিপুর, কলকাতা:২৭ফোন: ০৩৩ ২২২৩ ৬২১০ ই-মেল: skakademi@gmail.com

বৃষ্টি হোক বা রোদ: প্লাটিনাম ইভারা দিয়ে আপনার স্টাইল কে উন্নত করুন

১লা আগস্ট, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : এই বর্ষায়, বৃষ্টির ছন্দ আপনার স্টাইল কে অনুপ্রাণিত করুক। প্লাটিনাম ইভারার বিশিষ্ট গহনা, যা খাঁটি প্লাটিনাম থেকে নির্মিত, প্রতিটি বর্ষার দিনে সূক্ষ্ম কিন্তু প্রভাবশালী আকর্ষণ এনে দেয়, আপনার লুক কে অদ্বিতীয় আভা যোগায়।

আমাদের সংগ্রহ, যা ৯৫% খাঁটি প্লাটিনাম দিয়ে তৈরি, অতি সূক্ষ্ম শৈলীর প্রতীক। এর প্রাকৃতিক সাদা উজ্জ্বলতা এবং যত্নশীল শৈল্পিকতা এই গহনাগুলো আপনার বর্ষার ওয়ারড্রব এর জন্য অপরিহার্য করে তোলে। চমৎকার পেনডেন্ট বা মার্জিত ব্রেসলেট যাই হোক না কেন, প্রতিটি ডিজাইন একটি পরিশীলিত তাতপর্য যোগ করে যা স্বচ্ছন্দ আউটিং এবং আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান উভয়ের জন্য উপযুক্ত। আরামদায়ক লাউঞ্জ ওয়্যার গ্ল্যাম থেকে চটকদার বোর্ডরুম লুক পর্যন্ত, প্লাটিনাম ইভারা'র গহনার মিনি-মালিক শৈলী আপনার স্টাইলকে সহজেই উন্নত করে।

একটি সিল্ক প্লাটিনাম পেনডেন্ট কল্পনা করুন, যার রত্নটি দৃঢ় প্লাটিনে নিরাপদে সেট করাএটি যে কোনো বর্ষার দিনে আপনার পারফেক্ট সঙ্গী, আপনার কর্ম প্রতিশ্রুতি পূরণ করার সময় অথবা বৃষ্টির জাদু সৃষ্টি করার মুহূর্তে একটি গরম কাপ চা উপভোগ করার সময়।

প্লাটিনাম ইভারার গহনা আধুনিক নারীদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা কমনীয়তা এবং ব্যক্তিত্ব উভয়কেই মূল্য দেন। যারা সত্যিই অনন্য কিছু মূল্যায়ন করেন তাদের জন্য তৈরি, প্লাটিনাম সোনার চেয়ে ৩০ গুণ বিরল। প্রতিটি সৃষ্টিতে একটি সূক্ষ্ম, চিরস্থায়ী সৌন্দর্য প্রকাশ পায় যা শুধুমাত্র প্লাটিনামই দিতে পারে, এবং এটি আজকের অসাধারণ নারীদের আত্মার সাথে পুরোপুরি মিলে যায়।

এই বর্ষা মৌসুমে প্লাটিনাম ইভারা'র প্লাটিনাম গহনা আপনার স্টাইলের সঙ্গী হতে দিন: বোর্ডরুমের চমক: সূক্ষ্ম প্লাটিনাম কুঁড়ির একটি সিরিজ দিয়ে কারিগরি করা, যা তার দৈর্ঘ্য বরাবর সুন্দরভাবে সাজানো, এই স্লিক ব্রেসলেট চিহ্নিত করে যে আপনি কিভাবে সময়ের সাথে উন্নতি করেছেন। এই সাধারণ কিন্তু মার্জিত ডিজাইনগুলি পরিষ্কার রেখা সহ একটি স্পর্শ যোগ করতে পারে, একই সময়ে নিশ্চিত করে যে সামগ্রিক লুকটি চমকপ্রদ এবং সহজেই পরিধানযোগ্য থাকে। তাই, একটি সূক্ষ্ম প্লাটিনাম ব্রেসলেট যোগ করুন এবং একটি মিটিংয়ের জন্য আদর্শ লুক অর্জন করুন। ডেট নাইট: এই অসাধারণ কানের দুল গুলি মোহনীয় আয়তাকার মোটিফের সুরেলা সঙ্গীত। নিখুঁতভাবে পরস্পর মিশ্রিত এবং সুর লগ্নভাবে দোলানোর জন্য ডিজাইন করা, তারা আপনার বহু রূপে চিহ্নিত করে। তাই, বর্ষার মধ্যে একটি অপ্রত্যাশিত ডেট নাইট? আপনার লুককে সেই জাদু যোগ করতে, এই চমৎকার প্লাটিনাম কানের দুলের একটি জোড়ার দিকে তাকান। স্ট্যাক করুন, লেয়ার করুন অথবা একা পরুন, বর্ষার মেজাজের নতুন স্টাইল তৈরি করুন: অনিশ্চিত বৃষ্টির দিনে বাইরে বের হচ্ছেন? এর জন্য আপনার প্লাটিনাম গহনা খুঁজে নিন। আপনার স্ট্যাকের কোনো নিয়ম নেই। আপনার ইচ্ছা ও পছন্দ অনুসারে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করুন, একটি চমকপ্রদ পোশাক সাজান অথবা একটি সুন্দর কো-অর্ড সেটকে সহজ করে তুলুন। বর্ষা যখন কোমল বৃষ্টির ফোঁটা থেকে ঝড়ো আকাশে পরিণত হয়, প্লাটিনাম গহনার বহুমুখী তাকে গ্রহণ করুন এবং বিভিন্ন লুক তৈরি করুন।

সর্বশেষ প্লাটিনাম ইভারা সংগ্রহের মধ্যে থেকে নির্বাচন করুন যা প্রধান গহনার রিটেইল স্টোরগুলোতে উপলব্ধ।

Website: https://platinumevara.com/

Facebook: @Platinum Evara

Instagram: @platinumevara

অমিত আগারওয়াল ১৭ তম হুন্ডাই ইন্ডিয়া কউচার সপ্তাহে অ্যান্টিভর্টা উন্মোচন করেছেন

Kolkata, 29th July 2024: নিউজ সারাদিন : অমিত আগরওয়াল ২৮ জুলাই, ২০২৪ তারিখে নয়াদিল্লির তাজ প্যালেস, ১৭ তম হুন্ডাই ইন্ডিয়া কউচার সপ্তাহে অ্যানিটভর্টা (ANTEVORTA) উন্মোচন করেন, ভবিষ্যতের রোমান দেবী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যিনি জন্মের সময় সর্বদা উপস্থিত থাকেন, অ্যানিটভর্টা (ANTEVORTA) সময় এবং মহাবিশ্বের মধ্যে নিরবধি সংযোগের প্রতীক। সংগ্রহটি সূক্ষ্মভাবে দার্শনিক, পৌরাণিক, ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক এবং মহাজাগতিক প্রভাবকে একটি সাময়িক বর্ণনার মাধ্যমে একত্রিত করে।

অ্যানিটভর্টা (ANTEVORTA) হল 'সময়'-এর একটি অন্বেষণ যা পাঁচটি স্বতন্ত্র পরিচয়ের মাধ্যমে প্রতিটি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তে সময়কে অনুভব করে, একমুখী ক্রম হিসাবে সময়কে অনুভব করে, একটি চিরন্তন চক্র হিসাবে সময়কে অনুভব করে, একটি জাদুকর হিসাবে সময়কে অনুভব করে এবং ভারসাম্যের কেন্দ্র হিসাবেও। সংগ্রহটি ব্র্যান্ডের সাথে মিশ্রিত করে নতুন টেক্সটাইল এবং কৌশল প্রবর্তন করে যাতে একটি সত্যিকারের স্বতন্ত্র গল্প তৈরি করতে শৈলী এবং দর্শনের ছাপ রাখা যায়।

"আমাদের কাউচার লাইন প্রচলিত ফ্যাশন সীমানা অতিক্রম করে, মানবতার মৌলিক সারমর্মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। পাঁচটি স্বতন্ত্র অথচ আন্তঃসংযুক্ত সত্তা হিসাবে সময়কে কল্পনা করে, আমরা ফ্যাশনের রাজ্যের বাইরে আমাদের বর্ণনাকে প্রসারিত করি। অ্যান্টিভর্টা (ANTEVORTA)আমাদের সৃজনশীল অন্বেষণ এবং উদ্ভাবনের চলমান যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত উপস্থাপন করে। আমরা আমাদের অংশীদারদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই- লেন্সকার্ট, নাইন ওয়েস্ট, লোটাস মেকআপ এবং ইসভারি- তাদের অমূল্য অবদানের জন্য, যা এই শো-এর সাফল্যে সহায়ক ছিল।", বলেন অমিত আগরওয়াল

অ্যানিটভর্টা (ANTEVORTA) হল পাঁচটি স্বতন্ত্র পরিচয়ের মাধ্যমে সময়ের ধারণার একটি চমকপ্রদ অন্বেষণ, প্রতিটি একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এই পরিচয়গুলি বিভিন্ন উপায়ে সময়কে অনুভব করে: ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত থেকে শাশ্বত চক্র, একজন জাদুকরের ভূমিকা থেকে ভারসাম্যের কেন্দ্র পর্যন্ত। এই সংগ্রহটি ব্র্যান্ডের স্বাতন্ত্র্যসূচক শৈলী এবং দর্শনের সাথে নির্বিঘ্নে একত্রিত উদ্ভাবনী টেক্সটাইল এবং কৌশলগুলি প্রবর্তন করে, এমন একটি গল্প তৈরি করে যা সত্যিই স্বতন্ত্র এবং চিন্তা-উদ্রেগ ঘটায়। এই বৈচিত্র্যময় অস্থায়ী অভিজ্ঞতার মধ্যে ঢোকার মাধ্যমে, অ্যানিটভর্টা (ANTEVORTA) শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন প্রদর্শনই নয় বরং সময়ের প্রকৃতিতে গভীর আবেগগত এবং দার্শনিক প্রতিফলন জাগিয়ে তোলার লক্ষ্য রাখে।

নতুন কাউচার লাইনটি হল আমাদের সচেতন সৃজনশীলতার নীতির ধারাবাহিকতা, যার লক্ষ্য বিবর্তন, অনন্তকাল, আবেগ, উপাদান এবং ভারসাম্যের লেন্সের মাধ্যমে কাউচারকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা। গভীর দার্শনিক অনুসন্ধানের সাথে ফ্যাশনকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে, এই সংগ্রহটি সাক্ষ্য দেবে কিভাবে অমিত আগরওয়ালের দৃষ্টি এই ধারণাগুলিকে একটি মনোমুগ্ধকর ভিজ্যুয়াল বর্ণনায় রূপান্তরিত করে।

অ্যানিটভর্টা (ANTEVORTA) শোকেস অভিজ্ঞতাকে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করতে আমরা সমমনা ব্র্যান্ডগুলির সাথে অংশীদারিত্ব করেছি। লোটাস মেকআপ, আমাদের শো স্পন্সর, ইভেন্টটিকে গ্ল্যামারের সাথে মিশ্রিত করেছে, অন্যদিকে ঈশ্বরী জলন্ধরের বিলাসবহুল ববেলগুলি ঐশ্বর্যের ছোঁয়া যোগ করেছে। বাটার নাইন ওয়েস্ট, আমাদের অফিসিয়াল ফুটওয়্যার পার্টনার, স্টাইলের পরিমাণ বাড়িয়েছে এবং আমাদের চশমার অংশীদার লেন্সকার্ট তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে অবদান রেখেছে।

রামনিক খুরানা, যিনি লেন্সকার্টের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, তিনি বলেছেন "লেন্সকার্টে, আমরা চশমাকে ব্যক্তিত্বের একটি নিরন্তর অভিব্যক্তি হিসাবে দেখি। ইন্ডিয়া কউচার সপ্তাহের জন্য অমিত আগরওয়ালের সাথে অংশীদারি করা, যার সংগ্রহটি সময় এবং মহাবিশ্বের মধ্যে গভীর সংযোগের সন্ধান করে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নির্বিঘ্নে সারিবদ্ধ করে একসাথে, আমরা প্রদর্শন করার লক্ষ্য রাখি যে কীভাবে চশমা ব্যক্তিগত স্টাইলকে উন্নত করে এবং ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি এবং সর্বজনীন থিমের মধ্যে সূক্ষ্ম সম্পর্ককে উদযাপন করে।"

"আমরা সবেমাত্র একটি ঝলমলে উৎসবের মরসুম দিয়ে শুরু করছি এবং ইন্ডিয়া কউচার উইক ২০২৪-এ শোকেসের জুতা অংশীদার হিসাবে ভারতের প্রিমিয়ার কাউটুরিয়ার, অমিত আগরওয়ালের সাথে আমাদের সহযোগিতার বিষয়ে আরও বেশি রোমাঞ্চিত হওয়ার আশা করতে পারি না। নাইনওয়েস্টের রানওয়ে-রেডি হিল অমিতের আইকনিক, নিরবধি সিলুয়েটগুলির একটি আড়ম্বরপূর্ণ দর্শনের জন্য নিখুঁত মিশ্রণ তৈরি করে। এর চেয়েও ভালো ব্যাপার হল এই হিলগুলি সারা দেশে বাটা স্টোরে এবং Bata.com-এ পাওয়া যায়, যা আক্ষরিক অর্থে রানওয়ের বাইরের জুতো সকলের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে!" - দীপিকা দীপ্তি, হেড অফ মার্কেটিং, বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড।

"আমি ইন্ডিয়া কউচার সপ্তাহের জন্য অমিত আগরওয়ালের সাথে সহযোগিতা করতে পেরে রোমাঞ্চিত। তার ডিজাইনের পাশাপাশি আমাদের মূল অংশগুলি প্রদর্শন করা একটি পরম আনন্দের বিষয়। যেহেতু প্রবণতাটি প্রচলিত সাদা হীরা থেকে প্রাণবন্ত রঙের রত্নপাথরে স্থানান্তরিত হয়েছে, তাই আমাদের সংগ্রহটি পুরোপুরি অমিতের আইকনিক এবং নিরবধি সিলুয়েটগুলিকে সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ করে, একটি সত্যিকারের আড়ম্বরপূর্ণ দর্শনের জন্য একটি অত্যাশ্চর্য ফিউশন তৈরি করে।" মানিক জৈন, ক্রিয়েটিভ পার্টনার, ইশ্বরী

দর্শনীয় শোকেসের উপর পর্দা পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে একটি বিশেষ আফটারপার্টির সাথে রাত পর্যন্ত উদযাপন চলতে থাকে। নিউ দিল্লি দ্বারা আয়োজিত দ্য লীলা প্যালেস, এবং আমাদের উদযাপনকারী অংশীদার গ্রে গুজ দ্বারা উন্নত, সন্ধ্যায় ককটেলগুলির একটি সূক্ষ্ম নির্বাচন দেখানো হয়েছে যা নতুনত্বের সাথে ঐতিহ্যকে পুরোপুরি মিশ্রিত করেছে।

আমরা সমস্ত অংশীদারদের তাদের অবদানের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, যা ইভেন্টটিকে একটি দুর্দান্ত সফলতা দিয়েছে।

বিভিন্ন সৃজনশীল এবং কূটনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উপস্থিতদের একটি সারগ্রাহী মিশ্রণ তুলে ধরতে, দর্শকরা অনুষ্ঠানের রহস্যময় চেতনার পরিপূরক হয়েছিল। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ দিয়ে নিজেদের সজ্জিত করে, তারা ব্র্যান্ডের সৃষ্টির সাথে তাদের স্বাক্ষরের নান্দনিকতা যোগ করে, ইভেন্টে একটি ইচ্ছার স্পর্শ যোগ করে।

প্রাক্তন কাউন্সিলার ও বইমেলা কমিটির সম্পাদক নীরেন পাল প্রয়াত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নবদ্বীপ : নিউজ সারাদিন : " বাংলা প্রবাদ আছে নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নেই " সত্যিই তা প্রমাণিত না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন নবদ্বীপ বইমেলা কমিটির সম্পাদক মাটির মানুষ নীরেন পাল মহাশয় ওরফে সকলের প্রিয় নীরেনদা। ৯ আগস্ট সকালে মতিলাল রায় রোডের নিজস্ব বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুকালীন বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। ১৯৮১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ১২ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএমের চারবার কাউন্সিলর ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রয়াণে ৮ই আগস্ট বিকালে রাম সীতা পাড়া অমিও ভবন সিপিআইএমের অফিস থেকে আয়োজিত শোক মিছিলে হেঁটে ছিলেন। আর তারপরের দিন সকালে উনি নেই, খবরটা বিশ্বাস করতে পারছিলোনা নবদ্বীপের সাংস্কৃতিক জগতের মানুষজন। নীরেনদা ছিলেন মৃদুভাষী, নীরবে কাজ করে যেতেন, সৎ,সহজ ও সরল। না ফেরার দেশে উনি ভালো থাকুন ওনার পরিবারবর্গের ও আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সমবেদনা রইল। যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন নীরেনদা। এই সমবেদনা জানিয়েছেন নবদ্বীপ বইমেলা কমিটি কমিটির পক্ষ থেকে প্রদীপ্ত গোস্বামী, প্রবীর বসু। সাংস্কৃতিক প্রেমিক মানুষ জন সহ সিপিআইএম পার্টি এরিয়া সম্পাদক বেচু গোপাল সিংহ রায় বলেন আমরা একজন কাছের মানুষকে হারালাম, পার্টির কাছে তার অবদান চিরস্মরণীয়, নবদ্বীপে আমাদের পার্টি একজন অভিভাবক হারালো। তার মৃতদেহ পার্টি অফিসে নিয়ে এসে সকলে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানায় পার্টির পতাকা এবং লাল লাল সেলাম স্লোগানের মধ্য দিয়ে। অসংখ্য কর্মী, বন্ধুবান্ধব শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন।

ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা এবার মালদহে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভয়াবহ দুর্ঘটনা এবারে মালদার কুমেদপুর জংশনের কাছে লাইনচ্যুত হল মালগাড়ির পাঁচটি বগি। শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি থেকে কাটিহারগামী মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়। চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্র পুর থানার অন্তর্গত কুমেরপুর জংশনের কাছেই আচমকায় লাইনচ্যুত হয় মালগাড়ির

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

আরম্বরহীন ভাবেই গানে গানে শেষ বিদায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

পথেই হাঁটলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাদের মতোই তিনি দেহ দান করে গেছেন। তাই তার মরদেহ আরজ কর হাসপাতালের হাতে তুলে দেয়া হবে। শুক্রবার সকালে পিস ওয়ার্ড থেকে মরদেহ বার করে শববাহী গাড়িতে রাখা হয় তার মরদেহ। গোলাপ আর লাল পতাকা দিয়ে সাজানো হয় শববাহী সকট। এই লাল পতাকা কেউ সম্বল করে আজীবন সাধারণ সরে গেছেন তিনি। জীবদ্দশায় তিনি সাধারণ জীবন যাপন করতেই পছন্দ করতেন। তাই গান স্যালুট নয় আড়ম্বরহীন ভাবেই গানে গানে তাকে শেষ বিদায় জানানো হবে।

১-ম পাতার পর

বুদ্ধদেবের শেষ যাত্রায় বিধানসভায় মিলে গেল সব রং

অনুগামীদের। দলীয় কার্যালয় থেকে দেহ নিয়ে যাওয়া হবে যুব দফতরে। সেখান থেকেই মিছিল করে দেহ তুলে দেওয়া হবে এনআরএস কর্তৃপক্ষের হাতে।রাজ্যের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্মান জানান হচ্ছে না। তাঁকে গ্যানস্যালুটে বিদায় জানান হবে না। যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধয়ায় গতকাল, বৃহস্পতিবারই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় জানানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু মমতার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে সিপিএম। আর সেই কারণে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বিদায় জানান হচ্ছে না সিপিএম নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে।

সুন্দরবনে পালিত হলো 'বিশ্ব আদিবাসী দিবস'!

নুরসেলিম লস্কর,বাসন্তী : নিউজ সারাদিন : শুক্রবার সমগ্র রাজ্য জুড়ে একযোগে পালিত হলো বিশ্ব আদিবাসী দিবস। আর বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালনে সমগ্র রাজ্যের পাশাপাশি পিছিয়ে নেই প্রত্যন্ত সুন্দরবনও! এদিন এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতো দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাসন্তী বিডিও অফিস প্রাঙ্গনে কয়েক হাজার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে পালিত হলো 'বিশ্ব আদিবাসি দিবস'। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করার পাশাপাশি আদিবাসী নাচ, গান, আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আদিবাসী শিল্পীদের ধামসা, মাদল, ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়।সেই সঙ্গে এদিনের এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি ঝাড়গ্রাম থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর বক্তব্যও শোনানোর ব্যবস্থাও করা হয়। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই ভার্চুয়ালি উপস্থিতির পাশাপাশি বাসন্তীর এই বিশ্ব আদিবাসী দিবস উৎযাপন অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পারগাণা জেলার জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল,ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রতীক সিং,বাসন্তী ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সঞ্জীব সরকার,বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল,শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক নিমাই মালি,অতিরিক্ত জেলা শাসক(সাধারণ), সমাজসেবী আব্দুল মান্নান গাজী, রাজা গাজী সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি সাংসদদের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ০৯ অগাস্ট, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি সাংসদদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নের জন্য সরকারের অঙ্গীকারের কথা আবারও দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেন।

এক্স পোস্টে শ্রী মোদী লিখেছেন: "তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি সাংসদের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ করলাম। তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আমাদের অঙ্গীকারের কথা জানিয়েছি।"

বাংলাদেশের বিএনপি নেতা গয়েশ্বর রায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের বিএনপির অন্যতম শীর্ষ নেতা গয়েশ্বর রায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেবার সিদ্ধান্তে ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন। বাংলাদেশের বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়া এই দলেরই প্রধান।

বাংলাদেশের এই বিএনপি নেতা গয়েশ্বর রায় দাবি করেছেন "ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের বিরোধী শক্তিকে সমর্থন করে পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলেছে ভারত"। এমন কি এই নেতা শেখ হাসিনাকে শত্রু হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। হাসিনাকে সাহায্য করার পরিণাম ভারতকে ভোগ করতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

ছাত্র বিক্ষোভে বাংলাদেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় বাংলাদেশে। এমনকি আন্দোলনের ঢেউ এতদূর এগোয়ে যে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবি উঠে। প্রবল চাপের মধ্যে পড়ে প্রধানমন্ত্রীর পর থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছাড়তে নয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। পরিস্থিতি এতটাই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে দেশের শাসনভার সেনাদের হাতে চলে যায়। এর ফলে বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল ন্যাশনাল পার্টি অর্থাৎ বিএনপি'র শক্তি বৃদ্ধি হয়।

দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত খালেদা জিয়াকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। খালেদা জিয়া হাসপাতালে শুয়ে দেশের মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় দীর্ঘ ১৩ বছর পর বাংলাদেশের বুকে খুলতে শুরু করেছে একের পর এক বিএনপি অফিসও।

আপাতত ভারতের আশ্রয় রয়েছেন মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা। তিনি ব্রিটেনের কাছে আশ্রয় চাইলে তাকে সাহায্য করা হয়নি। তাই বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বর্তমান ঠিকানা হয় ভারতের হিন্ডন বিমান ঘাঁটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বৃহস্পতিবার রাতে মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হয়। সরকার গঠনের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করার বার্তা দিয়েছেন।

দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে জামিনে মুক্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট

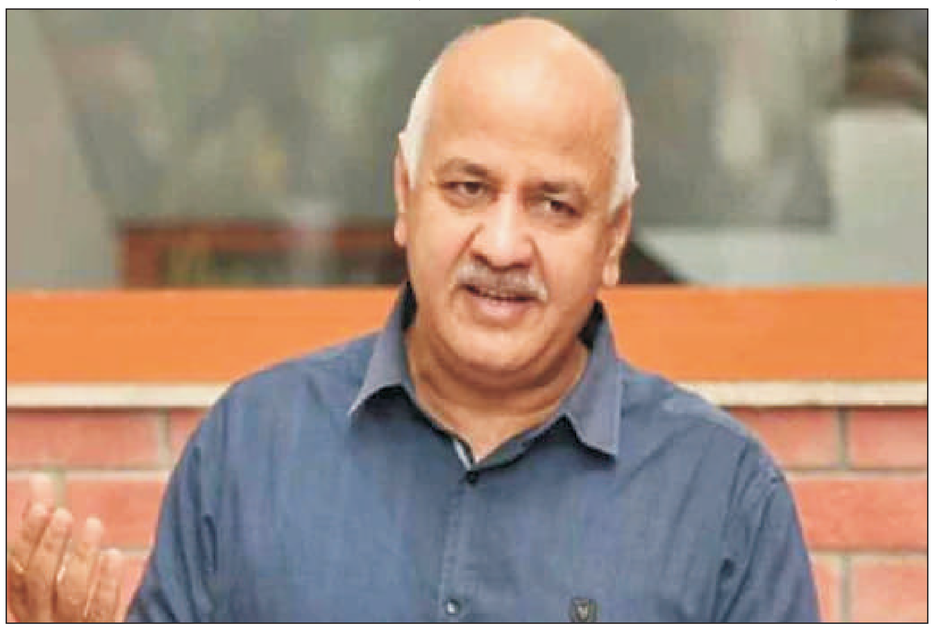

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে শুক্রবার জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দারস্ত হয়েছিলেন মণীশ সিসোদিয়া। শুক্রবার বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের ডিসিশন বেঞ্চে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। শুনানির শেষে এই আপ নেতার জামিন মঞ্জুর করে শীর্ষ আদালত। যা অবশ্যই দিল্লির আপ নেতৃত্বের কাছে স্বস্তির খবর। এই আপ নেতার জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর আপ নেত্রী অতসী জানিয়েছেন এটা সত্যের জয়। ২০১৩ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির এই প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। গত একুশে মে এই আপ নেতার জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। আবেদন খারিজ করে আদালত জানায় তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তথ্য প্রমাণ লোপাটের মত অভিযোগ তার নামে আছে। এই যুক্তিতেই উপমুখ্যমন্ত্রীর জামিনের আবেদন খারিজ করা হয়েছে। এরপর তিনি সুপ্রিম কোর্টে জামিনের জন্য আবেদন করেন। দ্রুত বিচার পাওয়ার অধিকারী হলেও এদিন মামলার শুনানিতে পর্যবেক্ষণ করে সুপ্রিম কোর্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এর আগে আবগারি দুর্নীতি মামলায় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই আপ নেতা সঞ্জয় সিংহ থেকে গ্রেফতার করে। যদিও এখন তিনি জামিনে মুক্ত আছে। দিল্লির মন্ত্রী তথা আপ নেত্রী অতসী দাবি করেছেন মিথ্যা মামলায় তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। আগামী দিনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল মুক্তি পাবেন বলে দাবি করেছেন আপ নেত্রী অতসী।

২ পাতার পর

ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা এবার মালদহে

পাঁচটি বগি । মালগাড়ি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনার পর মুহূর্তের মধ্যে দূরপাল্লার বেশ কিছু ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে কাটিহার ডিভিশন এবং মালদা ডিভিশনের রেলের পদস্থ কর্তারাও কুমেদপুর জংশনে পৌঁছান। তবে কিভাবে ঘটে গেল এই দুর্ঘটনা, সে ব্যাপারে এখনো পরিষ্কার করে কিছু জানায় না উত্তর-পূর্ব রেলের কাটিহার ডিভিশন কর্তৃপক্ষ। স্বাধীনতা দিবসের আগে মালগাড়ি লাইনচ্যুত ঘটনার পিছনে কোন নাশকতার অভিসন্ধি রয়েছে কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন রেলের একাংশ কর্তারা।

কুমেদপুর জংশন এলাকার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ রেল লাইনের ধার দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই বিকট আওয়াজে কেঁপে ওঠে। এরপর মুহুর্তের মধ্যে ওই মালগাড়ির পিছনের দিকের পরপর পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। ঘটনার পর কুমেদপুর জংশনের রেল পুলিশের কর্তারা ছুটে আসেন।

স্থানীয় রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে এই মালগাড়িটি বিহারের কাটিহার যাচ্ছিল। কুমেদপুর জংশনের কাছেই কাটিহারে যাওয়ার ক্রস লাইন রয়েছে। একদিকে মালদা চলে গিয়েছে । অপরদিকে কাটিহার লাইন চলে গিয়েছে। সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। যদিও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে আপলাইন পরিষ্কার করার কাজ শুরু করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। তবে পরিস্থিতি কতক্ষনের মধ্যে স্বাভাবিক হবে সে ব্যাপারে পরিষ্কার করে কিছু জানাতে পারেনি রেলের কাটিহার ডিভিশনের কর্তারা। মালগাড়ি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনাটি নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ, জিআরপি এবং কাটিহার ডিভিশনের পদস্থ কর্তারা।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ০৯ আগস্ট, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁদের সবার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলন নিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন তিনি। এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন;

"বাপুর নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের সবাইকে শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রকৃত অর্থেই সে ছিল এক সন্ধিক্ষণ।"

সমাজ মাধ্যমে প্রোফাইল ছবি বদলে তিরঙ্গা করার জন্য নাগরিকদের কাছে আর্জি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ০৯ অগাস্ট, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সমাজ মাধ্যমে প্রোফাইল ছবি বদলে তিরঙ্গা করার জন্য নাগরিকদের কাছে আর্জি জানিয়েছেন। স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে শ্রী মোদী তাঁর প্রোফাইল ছবি বদলে তিরঙ্গা করেছেন। হর ঘর ত্রিরঙ্গা আন্দোলনকে গণ আন্দোলনে পরিণত করতে একইভাবে প্রোফাইল ছবি বদল করার জন্য সবার কাছে তিনি আবেদন জানিয়েছেন। http://harghartiranga.com-এ প্রত্যেকের সেলফি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার আর্জিও জানিয়েছেন শ্রী মোদী। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন:

"এ বছরের স্বাধীনতা দিবস এগিয়ে আসছে। আসুন, আমরা সবাই #HarGhar Tiranga-কে আবার একটি গণ আন্দোলনে পরিণত করি। আমি নিজের প্রোফাইল ছবি বদলাচ্ছি। একইভাবে, আমাদের তিরঙ্গা উদযাপনের জন্য সবাইকে আমার পথ অনুসরণ করার আর্জি জানাচ্ছি এবং হ্যাঁ, harghartiranga.com-এ আপনার সেলফি সবার সঙ্গে ভাগ করে নিন।"

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২১৮ সংখ্যা ১০ আগস্ট, ২০২৪ শনিবার ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় এলপিজি সংযোগ

প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা (পিএমইউওয়াই) ২০১৬ সালের পয়লা মে চালু হয়েছিল। দেশের দরিদ্র শ্রেণীর মহিলাদের জমা বিহীন এলপিজি সংযোগ দেওয়ার জন্য এই প্রকল্প চালু করা হয়। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রকল্পে ৮ কোটি এলপিজি সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। ২০২১ সালের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় দফার জন্য পিএমইউওয়াই-এর আওতায় উজ্জ্বলা ২.০ প্রকল্পের সূচনা হয়। ২০২৩-এর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই প্রকল্পে ১.৬০ কোটি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ২০২৪-এর ৮ জুলাই পর্যন্ত সরকার অতিরিক্ত ৭৫ লক্ষ গ্যাস সংযোগ দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় ২০২৪ সালের পয়লা জুলাই পর্যন্ত মোট ১০ কোটি ৩৩ লক্ষ এলপিজি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। দেশে এলপিজি সংযোগ বাড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার প্রচারের মতো নানা অভিযান নেওয়া হয়েছে। উপভোক্তারা যাতে গ্যাস সংযোগ নেওয়ার জন্য নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন মেলা ও শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। লাগানো হচ্ছে হোর্ডিং। রেডিও জিঙ্গেল ও অন্যান্য মাধ্যমেও প্রচার চালানো হচ্ছে। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার আওতায় গ্রাহকদের সুবিধার্থে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় গ্যাস সংযোগ পেতে ব্যাঙ্কের খাতা ও আধার নম্বরের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে আবেদনের জন্য www.pmuy.gov.in ওয়েবসাইটে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানান পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রী সুরেশ গোপী।

গুরুর দেখানো পথে বিবেকানন্দ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

ভগবান না চাইলে এই পৃথিবীতে কোনভাবে কোন কিছুই সম্ভব নয়, তানার ইচ্ছায় এই পৃথিবী সব কিছু সময় মত ঘটিয়ে -সেটাপূর্ব নির্ধারিত। আধ্যাত্মিকতার বই থেকে শুরু করে স্বামীজীর উপরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আমি আজও পড়াশোনা করি।তবে যতটুকু নিজে উপলব্ধি করেছি তা সমাজের বুকে ভাষা দিয়ে বলার সেই অধিকারটুকু আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির নেই। সে কারণে উচ্চ স্তরে কিছু বলার সময় হয়নি হয়তো ভগবান আমাকে দিয়ে বলাচ্ছে না। তবে আজকের দিনটি যেভাবে আমাকে কলম ধরিয়েছে এটাই ছিল তানার উদ্দেশ্য। তাই অনেকের জানা ঘটনা আবার পুনরাবৃত্তি করে মানুষের সম্মুখ এনে আমি তুলে ধরতে চলেছি নতুনভাবে বিবেকানন্দের বেলুড় বইটিতে। তাই বলতেই হয় চলার পথে ভগবান বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আর এ সমাজে অপমানিত হতে হয় লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়, এ সব কিছু পূর্বনির্ধারিত । সে কারণেই আবার ফিরে দেখা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সাক্ষাতের দিন তুলে ধরার ইতিহাসটাকে। বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে বলতে গেলে রামকৃষ্ণর কথা বলতেই হয়, রামকৃষ্ণ জীবনের শেষ আদর্শই আদর্শিত শীর্ষে হিসাবে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সে কারণে সেই ইতিহাস একটু হলেও ব্যাখ্যা করতেই হবে,১৮৮১ সালের নভেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত নরেন্দ্রনাথের জীবনের ধারাটিকে পরিবর্তিত করে দেয় । এই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তাঁহাকে [রামকৃষ্ণ] একজন সাধারণ লোকের মতো বোধ হইল, কিছু অসাধারণত্ব দেখিলাম না । অতি সরল ভাষায় তিনি কথা কহিতেছিলেন, আমি ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

পড়ুয়াদের মূল্যবোধ বাড়ানোর জন্য একাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে

অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে স্বামী বিবেকানন্দের "কল টু দ্য নেশন"

বেবি চক্রবর্তী : নিউজ সারাদিন : স্বামী বিবেকানন্দের পৃথক বই "কল টু দ্য নেশন" একাদশ শ্রেণির পাঠক্রমে যুক্ত হতে চলেছে। সম্প্রতি এমনই নির্দেশিকা জারি করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এই নির্দেশিকায় আরো জানানো হয়েছে যে স্রেফ সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই বইটি। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের এই বিষয় কোনরকম পরীক্ষা দিতে হবে না।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে এও জানানো হয়েছে পড়ুয়াদের মূল্যবোধ বাড়ানোর জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।অন্যান্য ভাষার বই যেভাবে দেওয়া হয় সেভাবেই এই বইটি ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড এর পক্ষ থেকে বিনামূল্যে শুধুমাত্র একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সংসদের এই উদ্যোগকে ঘিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। "ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশের মধ্যে নৈতিক অধঃপতন ক্রমশ বাড়ছে। এটা রাজ্যের পাশাপাশি দেশের জন্য অত্যন্ত খারাপ ইঙ্গিত। বহু ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধের অভাব দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি আজ যারা ছাত্র ছাত্রী আগামী দিনে তারাই দেশ গঠনের কারিগর হয়ে উঠবেন। কিন্তু তাদের মধ্যে যদি নৈতিক দিকটি ঠিকঠাক না থাকে তাহলে সমস্যা হতে পারে। যে কারণেই বিবেকানন্দের বিষয়বস্তু পাঠক্রমের মধ্যে আলাদা বই হিসাবে পড়ানোর এত তোর জোর " শিক্ষাবিদের একাংশ এই কথাই মনে করেন। এর পাশাপাশি শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী জানিয়েছেন " মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মতো এইভাবে একাদশ শ্রেণির জন্য কাউন্সিল স্বামী বিবেকানন্দের একটি লেখা পাঠ্যসূচিতে যোগ করল। যার কোন প্রশ্নপত্র পরীক্ষায় থাকবে না। এমনিতেই একাদশ শ্রেণির বিশেষ করে বাংলা এবং ইংরেজির বিরাট সিলেবাস নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠছে। তখন এই ধরনের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অবাস্তব। বাস্তব সম্মতভাবে সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করার মত পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা হোক যা ছাত্রছাত্রীরা আগ্রহের সঙ্গে শিখবে "।

আদালতে কম্পিউটার

নতুন দিল্লি, ৮ আগস্ট ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে ই-কোর্টস মিশন মোড প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে ভারতীয় বিচার বিভাগের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে। ভারতীয় বিচার বিভাগের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি রূপায়ণের জন্য জাতীয় নীতি এবং কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে। এই প্রকল্প রূপায়ণ করছে বিচার দপ্তর ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ই-কমিটির সঙ্গে সমন্বয় রেখে। ই-কোর্টস মিশন মোড প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের রূপায়ণ হয়েছিল ২০১১ থেকে ১৫-র মধ্যে। নজর দেওয়া হয়েছিল প্রাথমিক বিষয়গুলির ওপর যেমন - কম্পিউটার হার্ডওয়্যার স্থাপন, ইন্টারনেট যোগাযোগ এবং ই-কোর্টস প্ল্যাটফর্ম কার্যকর করার ওপর। ৯৩৫ কোটি টাকার আর্থিক বরাদ্দের মধ্যে খরচ হয়েছিল ৬৩৯.৪১ কোটি টাকা। এই পর্বে নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়েছিল :

১. ১৪,২৪৯টি জেলা এবং নিম্ন আদালতে কম্পিউটার বসানো হয়।

২. ল্যান স্থাপিত হয়েছিল ১৩,৬৮৩টি আদালতে, হার্ডওয়্যার দেওয়া হয়েছিল ১৩,৪৩৬টি আদালতে এবং সফটওয়্যার বসানো হয়েছিল ১৩,৬৭২টি আদালতে।

৩. ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছিল ১৪,৩০৯ জন বিচার বিভাগীয় আধিকারিককে এবং সব হাইকোর্টে ব্যবস্থাপনার অনুশীলন পরিবর্তন সম্পূর্ণ করা হয়েছিল।

৪. ১৪ হাজারের বেশি বিচার বিভাগীয় আধিকারিককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল UBUNTU-Linux ব্যবহারে।

৫. ৩,৯০০-র বেশি আদালত কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল কেস ইনফর্মেশন সিস্টেম (সিআইএস)-এ। ৬. ৪৯৩টি আদালত প্রাঙ্গণ এবং তার সঙ্গে যুক্ত ৩৪৭টি কারাগারের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছিল। ই-কোর্টস মিশন মোড প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় রূপায়িত হয় ২০১৫ থেকে ২০২৩-এর মধ্যে। যাতে মূলত নজর দেওয়া হয় জেলা ও নিম্ন আদালতগুলিকে আইসিটি নির্ভর করে তোলার ওপর এবং একাধিক নাগরিক কেন্দ্রিক উদ্যোগে। ১৬৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে খরচ হয় ১৬৬৮.৪৩ কোটি টাকা। ২০২৩ পর্যন্ত ১৮,৭৩৫টি আদালতকে কম্পিউটারের আওতায় আনা হয়েছে। আইনি ব্যবস্থায় দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা বাড়াতে আইনি প্রক্রিয়ার ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থাকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়েছে :

১. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN) প্রকল্পের অধীন সারা ভারতে মোট আদালত প্রাঙ্গণের ৯৯.৪% (নির্দিষ্ট ২৯৯২-এর মধ্যে ২৯৭৭)-তে ১০এমবিপি থেকে ১০০এমবিপি ব্যান্ডউইদ গতির যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

২. ন্যাশনাল জুডিশিয়াল ডেটা গ্রিড (এনজেডিজি) হল একটি নির্দেশ, রায় এবং মামলার তথ্য ভাণ্ডার। ই-কোর্টস প্রকল্পের অধীনে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এতে দেশের সব কম্পিউটারাইজড জেলা এবং নিম্ন আদালতের মামলা এবং রায় সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়। ০১.০৮.২০২৪ পর্যন্ত ২৬.০৬ কোটি মামলা এবং ২৬.৯১ কোটি নির্দেশ বা রায় সম্পর্কে জানতে পারবেন মামলাকারীরা।

৩. ফ্রি অ্যান্ড ওপেন সোর্স সফটওয়্যার (এফওএসএস)-এর ভিত্তিতে কেস ইনফর্মেশন সফটওয়্যার (সিআইএস) তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে জেলা আদালতগুলিতে সিআইএস ন্যাশনাল কোর ভার্সন ৩.২ রূপায়িত হচ্ছে এবং হাইকোর্টে রূপায়িত হচ্ছে সিআইএস ন্যাশনাল কোর ভার্সন ১.০।

৪. সাতটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে আইনজীবী এবং মামলাকারীদের এসএমএস-এর মাধ্যমে মামলা এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ে চটজলদি তথ্য দিতে। প্রতিদিন ২ লক্ষ এসএমএস পাঠানো হয়, ই-মেল পাঠানো হয় ২ লক্ষ ৫০ হাজার। এছাড়া আইনজীবীদের (৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত ২.৪৭ কোটি ডাউনলোড) জন্য একটি মোবাইল অ্যাপ এবং বিচারপতিদের (৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত ২০,৩৬২ ডাউনলোড) জন্য জাসটিস অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

৫. ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে আদালতে শুনানির ব্যবস্থায় ভারত বিশ্বে অগ্রগন্য। ৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে জেলা ও নিম্ন আদালতগুলিতে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭৩১টি মামলা এবং হাইকোর্টগুলিতে ৮৭ লক্ষ ৮ হাজার ৭২৭টি মামলার শুনানি হয়েছে। ৪.০৬.২০২৪ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ৭ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৪৩টি শুনানি হয়েছে।

৬. গুজরাট, গুয়াহাটি, ওড়িশা, কর্ণাটক, ঝাড়খন্ড, পাটনা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখন্ড এবং সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সাংবিধানিক বেঞ্চে মামলার লাইভ স্ট্রিমিং শুরু হয়েছে। ফলে, সংবাদ মাধ্যম এবং অন্য আগ্রহী ব্যক্তিরা মামলা শুনতে পাবেন।

৭. ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২৮টি ভার্চুয়াল কোর্ট কার্যকর করা হয়েছে। ৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত ৫৬ লক্ষের বেশি ট্রাফিক সংক্রান্ত মামলায় ৫৭৯.৪০ কোটি টাকা জরিমানা আদায় হয়েছে।

৮. আধুনিক বৈশিষ্ট্য সহকারে নতুন ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এর জন্য হাইকোর্টগুলিকে দেওয়া হয়েছে খসড়া ই-ফাইলিং বিধি। ৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত ২৫টি হাইকোর্ট ই-ফাইলিং-এর মডেল বিধি গ্রহণ করেছে।

৯. মামলার ই-ফাইলিং-এর জন্য প্রয়োজন কোর্ট ফি, জরিমানা ইত্যাদির জন্য ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট ব্যবস্থা। ২২টি হাইকোর্ট তাদের আওতাভুক্ত অঞ্চলে ই-পেমেন্ট চালু করেছে।৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত ২৪টি হাইকোর্টের জন্য কোর্ট ফি আইন সংশোধিত করা হয়েছে।

১০. ডিজিটাল বৈষম্য ঘোচাতে ১,০৭২টি ই-সেবা কেন্দ্র চালু হয়েছে। মামলাকারীরা অনলাইন ই-কোর্ট পরিষেবা পেতে এটির সাহায্য পাবেন। নিরক্ষর মানুষ এর সুযোগ নিতে পারবেন, সময় বাঁচবে, বহু দূর থেকে যাতায়াত করতে হবে না, খরচাও কমবে। ১১. একটি নতুন 'জাজমেন্ট সার্চ' পোর্টাল চালু হয়েছে। এই পরিষেবা পাওয়া যাবে বিনামূল্যে। ১২. এনজেডিজি-র মাধ্যমে তৈরি তথ্য ভান্ডারের কার্যকর ব্যবহার করতে এবং মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দিতে 'জাসটিস ক্লক' নামে এলইডি ডিসপ্লে বোর্ড বসানো হয়েছে। ২৫টি হাইকোর্টে ৩৯টি 'জাসটিস ক্লক' বসানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ১৩.০৯.২০২৩-এ ই-কোর্টস প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের অনুমোদন করেছে। ২০২৩ থেকে ৪ বছরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৭,২১০ কোটি টাকা। ই-কোর্টস তৃতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য পুরোপুরি ডিজিটাল অনলাইন এবং কাগজহীন আদালত তৈরি করা, যেখানে সমস্ত নথির ডিজিটাইজেশন করা হবে। বকেয়া এবং চালু মামলার রেকর্ড রাখা হবে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে, অত্যাধুনিক তথ্য ভাণ্ডার তৈরি হবে ক্লাউডের মাধ্যমে যাতে চাইলে সহজেই যেকোন তথ্য পাওয়া যায়। দেশের সমস্ত আদালতে ই-সেবা কেন্দ্র স্থাপন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তার মধ্যে খরচ হয়েছে ৭৬৮.২৫ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ১৫০০ কোটি টাকা। দেওয়া হয়েছে ৪৬৫.৭৪ কোটি টাকা।

কলকাতা হাইকোর্টের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে ৮২৭টি এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১৪টি আদালতে ই-কোর্টস চালু হয়েছে। আজ রাজ্যসভায় এক লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন আইন ও বিচার মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সুন্দরবনের গ্রাম গঞ্জের বনবিবি যাত্রাপালা এই ইতিহাস দেখানো হয়। সুন্দরবনের জঙ্গলের জলে নামার আগে দুখের মা দুখেকে বলেন, “বনে আমার মতো তোর আর এক মা আছেন। যখন কোনও বিপদে পড়বি তাঁকে ডাকবি। তিনি তোকে রক্ষা করবেন”। জলে ভাসলো মধুকরদের নৌকা। বনবিবির এই ইতিহাস সুন্দরবন বাসীদের জানা, দুঃখের এই কাহিনী আজও সুন্দরবন বাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য।সুন্দরবনে সে সময় বাস করতেন গাজী নামে এক আউলিয়া। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

ভূমিধসে বিধ্বস্ত কেরালা; দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে চান আল্লু অর্জুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের কেরালায় ওয়েনাড়ে ভূমিধসে মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়েছে সাড়ে তিনশো। এখনও নিখোঁজ শতাধিকেরও বেশি। এমন অবস্থায় বিপর্যয় মোকাবেলা করতে শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। এরই মধ্যে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসলেন জনপ্রিয় দক্ষিণী অভিনেতা আল্লু অর্জুন।

সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে বিষয়টি জানান আল্লু অর্জুন। তিনি লিখেছেন, ভূমিধসে কেরালায় যে পরিস্থিতি হয়েছে, তার জন্য আমি শোকাহত। কেরালা আমায় এত ভালবাসা দিয়েছে। আমি কেরালার সিএম রিলিফ ফান্ডে ২৫ লাখ টাকা দিতে চাই। আশা করি এতে উদ্ধারকার্যে কিছু সাহায্য হবে। কেরালার জন্য প্রার্থনা করছি। ঈশ্বর ওদের আরও শক্তি দিক।

সামাজিক মাধ্যমে পোস্টের পর আল্লু আর্জুনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে তার অনুরাগীরা। অনেকে গর্ববোধ করছেন অভিনেতাকে নিয়ে।

এদিকে, মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে আল্লু অর্জুনের নতুন ছবি 'পুষ্পা টু'। শোনা যাচ্ছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য এই ছবির মুক্তি পিছিয়ে গেছে। সূত্রের খবর, পরিচালক সুকুমার এখন সিনেমার কিছু দৃশ্যের পুনরায় শ্যুটিং করতে চাইছেন। যেখানে ভিএফএক্সের গুণ নিয়ে কাজ করা হবে। দর্শক টানতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে তারা।

৫৭ বছর বয়সেও যে উপায়ে ফিটনেস ধরে রেখেছেন অক্ষয়

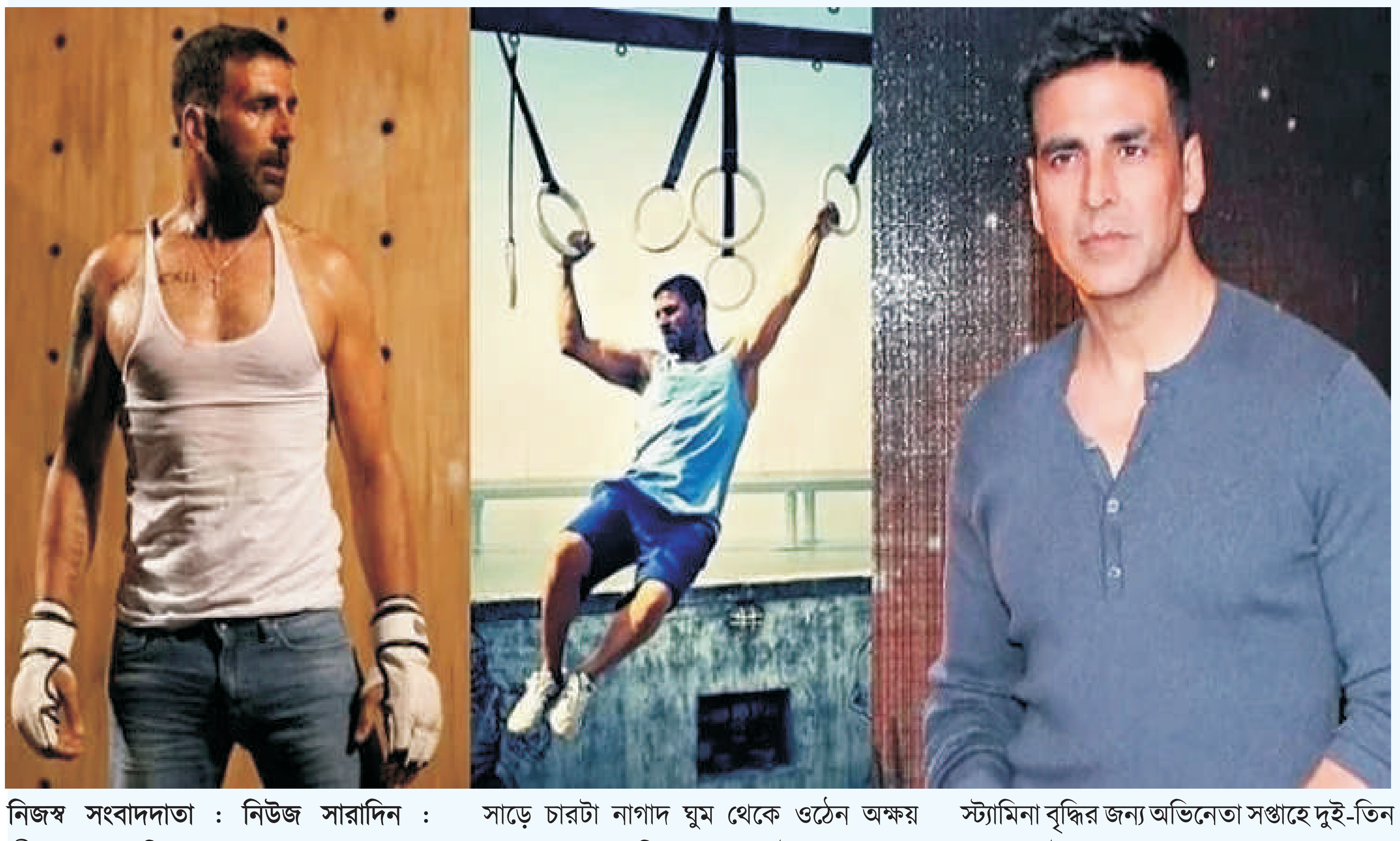

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : জীবনের ৫৬টি বসন্তের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমার। সামনে মাসেই পূর্ণ হবে ৫৭ বছর। পা দেবেন ৫৮-তে। এখনো যুবকদের কড়া প্রতিযোগিতার মুখে ফেলে দেন বলিউড খিলাড়ি। এই বয়সেও নিজের যৌবন তিনি ধরে রেখেছেন যুবকদের মতোই।

কিন্তু কীভাবে এমনটা সম্ভব? অক্ষয় কুমারের এই ফিটনেসের রহস্য কী? ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর বলছে, নিয়মিত ভোর

সাড়ে চারটা নাগাদ ঘুম থেকে ওঠেন অক্ষয় কুমার। রাতে ঘুমিয়ে পড়েন ৯টা বাজতে না-বাজতেই। তার এই অভ্যাস অনেকেরই জানা।

নিজেকে সুস্থ রাখতে কঠোর রুটিন মেনে চলেন অক্ষয়। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, সন্ধ্যা ৬টার পর কোনো খাবারই খান না তিনি। রাত ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন বলে পার্টিতে তাকে খুব কমই দেখা যায়।

চলচ্চিত্র জগতের একাধিক অভিনেতা এবং তার বন্ধুরাও অক্ষয়ের এই অভ্যাসের উল্লেখ করেছেন বহুবার। অক্ষয়ের বন্ধুরা জানান যে, তারা যখন পার্টি থেকে ফেরেন, তখন অক্ষয় এক্সারসাইজ করতে যান।

স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে মদ্যপান করেন না অক্ষয়। তার মতে, মদ্যপান করলে শুধু স্বাস্থ্যের ওপরই নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না বরং চেহারা নিজের প্রাকৃতিক রং এবং ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে।

স্ট্যামিনা বৃদ্ধির জন্য অভিনেতা সপ্তাহে দুই-তিন বার বাস্কেটবল খেলেন।

এমনকি ছেলের সঙ্গে সুইমিংও করতে যান অক্ষয়। নিয়মিত এক্সারসাইজ করেন। এক্সারসাইজ ছাড়া এক দিনও কাটে না খিলাড়ির।

নিজেকে ফিট রাখার জন্য নির্দিষ্ট ডায়েট মেনে চলেন এই বলিউড অভিনেতা। প্রাতঃরাশে পরোটা, এক গ্লাস দুধ, জুস বা মিল্কশেক এবং ডিম খান তিনি। এরপর স্ন্যাক্স হিসেবে ফল, ড্রাই ফ্রুট ও সবুজ শাকসবজি খেয়ে থাকেন।

মধ্যাহ্নভোজের সময় ডাল, রুটি, সবজি, মুরগির মাংস সেদ্ধ খেতে ভালোবাসেন অক্ষয়। আবার নৈশভোজে স্যুপ, সবজি ও স্যালাড খান। ফিট থাকতে অনেকেই প্রোটিন শেকের দিকে ঝোঁকেন। তবে অক্ষয় ব্যতিক্রম। ভবিষ্যতে সমস্যা হবে, তাই তিনি প্রোটিন শেক নেন না।

জেরিনের অনেক দেমাগ!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০১০ সালে বীর ছবির হাত ধরে বলিউডে পা রেখেছিলেন জেরিন খান। সালমান খানের হাত ধরে বলিউডে পা রেখেও তেমনভাবে সাড়া ফেলতে পারেননি তিনি। বরং অনেক সময়ই তাকে ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এবার অভিনেত্রী জানালেন সেটাই তার জন্য ব্যাকফায়ার করেছে। ভারতী সিং এবং লিম্বাচিয়ার পডকাস্ট শোতে জেরিন খান এসেছিলেন সম্প্রতি। সেখানেই তিনি কথা বলেন ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে তাকে লুকের মিল থাকার প্রসঙ্গ নিয়ে। জানালেন ওটাই তার কেরিয়ারের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই শোতে তিনি বলেন, 'বীর মুক্তি পাওয়ার পর আমার জীবনটা খুব কষ্টকর হয়ে গিয়েছিল। আমি প্রচুর সমালোচনার মুখে পড়েছিলাম। গোটা জীবনটাই যেন বদলে দিয়েছিল সিনেমাটা। যদিও প্রথম প্রথম বেশ ভালো লাগত যে আমায় ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে জিনিসটা ক্রমেই খারাপ হতে থাকল। আমি যেহেতু মোটা ছিলাম তাই আমার কাছে ক্যাটরিনার সঙ্গে তুলনা আসাটা অনেক বড় ব্যাপার ছিল। কিন্তু ওটাই শেষ পর্যন্ত ব্যাকফায়ার করল।'

তিনি এদিন আরো জানান, 'এই ইন্ডাস্ট্রিতে মনে হচ্ছিল আমি যেন একজন পথ হারানো বাচ্চা। অনেক হেজিটেশন ছিল। অনেককেই আমি চিনতাম না। কিন্তু অনেকে ভাবত সালমান খান যেহেতু আমায় লঞ্চ করেছেন তাই হয়তো আমার অনেক দেমাগ।'

২০১০ সালে বীর ছবির হাত ধরে জেরিন খান বলিউডে পা রাখেন। এরপর তিনি হাউসফুল ২, হেট স্টোরি ৩, আকসর ২, ১৯২১, ইত্যাদি ছবিতে কাজ করেছেন। এমনকি রেডি ছবিতে তিনি একটি গানেও কাজ করেছেন। জেরিন একাধিক পাঞ্জাবি ছবিতেও কাজ করেছেন।

পারিশ্রমিক নিয়ে মুখ খুললেন তাপসী পান্নু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পান্নু প্রথম সারির অভিনেত্রী হয়ে ওঠার দৌড়ে নেমেছেন। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সিনমোয় অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন। ভালো কাজ করতে আগ্রহী তিনি। তবে কখনোই 'হায়েস্ট পেড' অভিনেত্রী হতে চান না তাপসী।

অভিনয়ে করে বহুবার প্রশংসিত হলেও, বলি ইন্ডাস্ট্রিতে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেন তিনি। এর জন্য নাকি বেশ কিছু কাজও হাতছাড়া হয়েছে তার। সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমে নিজের পারিশ্রমিক ও কাজের নানান বিষয় নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি।

তাপসী বলেন, কাজ হাতছাড়া হয়ে গেলেও আমার কোনো অসুবিধা নেই। এটাই তো জীবনের শেষ কথা নয়। আর তার চেয়েও বড় কথা, জীবন খুব সীমিত। নিজেকে সব সময় সেটা বলতে থাকি। আমি অন্য কারও মতো এই জীবন বাঁচতে চাই না। নিজের মতো করে জীবন যাপন করাই আমার উদ্দেশ।

তিনি আরও বলেন, আমি 'হায়েস্ট পেড' অভিনেত্রী হতে চাই না। আমি যা রোজগার করছি, তাতে আমার পেট চলে যাচ্ছে। আমি আমার জীবনের দৌড়ে সব সময় এক নম্বরেই থাকব। কারণ এই দৌড়ে আমি একাই ছুটছি। তাই এক নম্বরে আমিই থাকব।

প্রসঙ্গত, শীগগিরই মুক্তি পেতে যাচ্ছে তাপসীর নতুন সিনেমা 'ফির আই হাসিন দিলরুবা।' এতে তাপসী ছাড়াও আরও রয়েছেন বিক্রান্ত মাসে ও সানি কৌশল।

দিদিয়ের দ্রগবা:

নিজ দেশের গৃহযুদ্ধ থামিয়েছিলেন যে ফুটবলার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই। হীন রাজনৈতিক কারণে রাষ্ট্রে বিভক্তি। অযথা রক্তপাত। এমন একটা পরিস্থিতি আফ্রিকার অন্যতম সমৃদ্ধ রাষ্ট্র আইভরি কোস্টের ভবিষ্যৎকে একটা সময় করে তুলেছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষমতাধর রাষ্ট্র, জাতিসংঘ প্রমুখের আহ্বান, অনুরোধ যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত, তখনই ফুটবল, হ্যাঁ ফুটবলই এক করে দিয়েছিল আইভরিয়ান জাতিকে। গৃহযুদ্ধ থামিয়ে শান্তির পথে দেশটিকে নিয়ে যেতে ফুটবলই রেখেছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আর যাঁর কারণে ফুটবল এত বড় একটা কাজ করতে পেরেছিল তিনি আর কেউ নন খোদ দিদিয়ের দ্রগবা।

রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই। হীন রাজনৈতিক কারণে রাষ্ট্রে বিভক্তি। অযথা রক্তপাত। এমন একটা পরিস্থিতি আফ্রিকার অন্যতম সমৃদ্ধ রাষ্ট্র আইভরি কোস্টের ভবিষ্যৎকে একটা সময় করে তুলেছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষমতাধর রাষ্ট্র, জাতিসংঘ প্রমুখের আহ্বান, অনুরোধ যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত, তখনই ফুটবল, হ্যাঁ ফুটবলই এক করে দিয়েছিল আইভরিয়ান জাতিকে। গৃহযুদ্ধ থামিয়ে শান্তির পথে দেশটিকে নিয়ে যেতে ফুটবলই রেখেছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আর যাঁর কারণে ফুটবল এত বড় একটা কাজ করতে পেরেছিল তিনি আর কেউ নন খোদ দিদিয়ের দ্রগবা।

মরিনিও সেদিন বলেছিলেন, 'মিস্টার আব্রামোভিচ, পে। প্লিজ পে অ্যান্ড ডোন্ট স্পিক।' তাকে নিয়ে পর্তুগিজ কোচের বক্তব্য ছিল পরিস্কার। 'অনলি হি ক্যান টার্ন দ্য ওয়াটার ইনটু ওয়াইন।' বাইবেলে এমন শব্দ উচ্চারণ করা হয় যীশুর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ করতে। দ্রগবা সত্যিই কতখানি ক্ষমতাধর সেটা ফুটবল মাঠে প্রমাণ করেছেন বহুবারই।

তবে আইভোরিকোস্টের দ্রগবা সত্যিই যেন জেসাসের মতোই। যার উত্থানে বদলে গিয়েছিল পূর্ব আফ্রিকার দেশটির ফুটবল। যার দেখানো পথে আজও আইভরিকোস্ট আফ্রিকান ফুটবলের পরাশক্তি। সেই দ্রগবাই একদিন থামিয়ে দিয়েছিলেন দেশের গৃহযুদ্ধ। ফুটবলের মাঠ থেকে দিদিয়ের দ্রগবার আকুতি থামিয়ে দেয় আইভোরিকোস্টের দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধ।

ঘটনা ২০০৫ সালের ৮ অক্টোবর। ২০০৬ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম বারের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আইভরি কোস্টকে জিততেই হবে সুদানের বিরুদ্ধে। একইসময়ে ক্যামেরুনকেও হারতে হবে কিংবা ড্র করতে হবে। যদি ক্যামেরুন জিতে যায়, তবে আইভরিকোস্ট জিতলেও বিশ্বকাপের টিকিট পাবে না। এমনই এক ম্যাচে সুদানকে ৩-১ গোলে হারায় আইভরিকোস্ট।

খানিক পর ভেসে আসে আনন্দের এক খবর। মিশরের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র তাদের। প্রথমবার বিশ্বকাপে আইভরিকোস্ট! ড্রেসিংরুমে উল্লাস। এরই মধ্যে দলনেতা দ্রগবা সবাইকে উল্লাস থামাতে বলেন। ডেকে আনা হয় মিডিয়াকে, পুরো আইভরিকোস্ট তখন টিভির সামনে সরাসরি সম্প্রচারে। শান্ত কণ্ঠে দ্রগবা দিলেন যুদ্ধবন্ধের ডাক। আজও দেশে দেশে চরম গোলযগের মুহূর্তে যে আওয়াজ বাজে শান্তির দূত হয়ে।

দ্রগবা ক্যামেরার সামনে দিলেন যুদ্ধবন্ধের ডাক, 'নারী কিংবা পুরুষ, উত্তর কি দক্ষিন, পূর্ব কি পশ্চিম; সব আজ এক হয়েছে। এবং এটাই প্রমাণ করেছে একাগ্রতা ও সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা আমাদেরকে বিশ্বকাপের জন্য মনোনীত করেছে। আমরা একসাথে বিশ্বকাপ খেলবো।

দ্রগবা দুইভাগে বিভক্ত হওয়া দেশের দুই প্রধান নেতার উদ্দেশ্যে আরোও বললেন- 'আমরা কথা দিয়েছিলাম আমাদের জয়োল্লাস সবাইকে একত্রিত করবে। আমি হাতজোড় করি, আপনারা দয়া করে আগ্নেয়াস্ত্র নামিয়ে রাখুন। আফ্রিকার একটি দেশ যাতে প্রচুর সম্পদ আছে, তারা যুদ্ধে নামবে না। দয়া করে আপনাদের অস্ত্র রাখুন এবং নির্বাচনের আয়োজন করুন।'

দলনেতা দ্রগবার সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসলেন পুরো দল। দ্রগবার কণ্ঠে তখনো যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান, 'যুদ্ধ ও শত্রুতা ভুলে অস্ত্র তুলে রাখুন, ভোট হোক। আমরা আনন্দে বাঁচতে চাই তাই স্টপ ফায়ারিং গানস।'

১ মিনিটের ছোট্ট এক বক্তব্য। পুরো আইভরিকোস্ট এবার এক ছাতার নিচে। ৫ বছরের গৃহযুদ্ধ থেমে যায় দ্রগবার ওই এক মিনিটের বক্তব্যের পর। প্রেসিডেন্ট আর বিদ্রোহিপক্ষ রাজি হয় সমঝোতার জন্য। আইভরিকোস্ট দেখল ইতিহাস গড়া এক যুদ্ধবিরতি।

মাঠের বাইরে যিনি নায়ক, মাঠেও তিনি ছিলেন অসামান্য। অভিষেক মৌসুমেই কারলিং কাপ ফাইনালে তারই দেওয়া গোলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিভারপুলকে ১-০ তে হারায় চেলসি। ইনজুরি বিধ্বস্ত মৌসুমেও তার অবদান ছিল বলার মতো। করেছিলেন ১৬ গোল। সেই থেকে শুরু। এরপরে চেলসির আক্রমণের আসল কাণ্ডারী তিনি। পরের মৌসুমের শুরুতে তারই গোলে আর্সেনালকে কমিউনিটি শিল্ডের ফাইনালে হারায় চেলসি। দিদিয়ের দ্রগবা হয়ে যান চেলসির পোস্টারবয়।

চার বার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, চারটা এফ এ কাপ, তিনবার লিগ কাপ, এক বার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন লিগ। নিজ দেশের হয়ে ৬৫ গোল। দ্রগবাকে চেলসি ইতিহাসেরই সেরা খেলোয়াড় বলতেও দ্বিধা করেন না অনেকে। বিবিসির নির্বাচিত বর্ষসেরা আফ্রিকান ফুটবলার হয়েছেন, প্রিমিয়ার লিগে গোল্ডেন বুট জেতেন ২০০৫-০৬ এবং ২০০৯-১০ সালে। ২০১০ সালে টাইম ম্যাগাজিনের তালিকায় বিল ক্লিন্টন, বারাক ওবামা, লেডি গাগা, সিমোন কাওয়েল-এর সঙ্গে বিশ্বের একশো প্রভাবশালী মানুষের এক জন ছিলেন তিনি।

সেই যুদ্ধবিরতির দুই বছর পর আবার দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা, লড়াই শুরু হয়ে যায়। আবারও এগিয়ে এলেন দ্রগবা। প্রেসিডেন্টকে বলে জাতীয় দলের একটি ম্যাচ আয়োজন করা হল। তবে রাজধানীতে না। ম্যাচ হলো বিদ্রোহী অধ্যুষিত এলাকায়। উদ্দেশ্য পুরো দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা। সে ম্যাচে আইভরিকোস্টের জাতীয় সঙ্গীতের সময় দুই নেতাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলেন। দিদিয়ের দ্রগবা আরও একবার হাজির হলেন দেশের ত্রাতার ভূমিকায়।

মাদাগাস্কারের সাথে ম্যাচ খেলতে যখন বিদ্রোহীদের এলাকায় দ্রগবারা যাচ্ছেন, তাদের সামনে পিছনে সারি সারি সেনাবাহিনী! পুরো মাঠ পাহারা দিলো দুই পক্ষের শক্তিশালী বাহিনী। কিন্তু মাঠে বসে খেলা দেখলেন দুই প্রধান নেতা। ৫-০ গোলের জয়ের ম্যাচে শেষ গোল'টা দ্রগবা'ই করলেন। খেলা শেষের বাঁশি বাজতেই আনন্দে গ্যালারিতে থাকা দর্শকরা নেমে পড়লো মাঠে। সেনাবাহিনীর প্রটোকল থেকে বেরিয়ে দ্রগবা তখন জনতার।

অনেকগুলো বছর পর ব্রিটিশ সাংবাদিক অ্যালেক্স হেস এসেছিলেন আইভোরিকোস্টে। তার সঙ্গে পুরো দেশ ঘুরেছিলেন দ্রগবা। নিজের দেশে তখন তিনি আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তায়। দ্রগবা হাসিমুখে স্বীকার করেছিলেন সেদিন, 'আমি অনেক ট্রফি জিতেছি। কিন্তু কোনোটিই আমাকে গৃহযুদ্ধ থামিয়ে দেওয়ার চেয়ে বেশি মর্যাদা আর আনন্দ দেয়নি।'

ভারতীয় দল পাকিস্তানে না এলে সেটা খুব বাজে দেখাবে: মঈন খান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ দেখার জন্য মুখিয়ে থাকেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। তবে রাজনৈতিক কারণে অনেক বছর ধরেই এই দুই দলের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ। তবে আইসিসি কিংবা এসিসির কোনো ইভেন্ট হলে একে অপরের মুখোমুখি হয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এ দুই দল। স্বাভাবিকভাবেই এসব ইভেন্টকে পাখির চোখ করে রাখেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

আগামী বছরের শুরুতে মাঠে গড়াবে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আসরটির আয়োজক হয়েছে পাকিস্তান। আর তাতেই খানিকটা বেঁকে বসেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। কারণ, তারা দেশটিতে গিয়ে কোনো ধরনের ক্রিকেট খেলতে রাজি নয়।

ভারতের এমন সিদ্ধান্তে পাকিস্তানি গণমাধ্যমে মুখ খুলেছেন দেশটির কিংবদন্তি মঈন খান। তার কথায়, পাকিস্তানে খেলতে না আসাটা খুব বাজে দেখাবে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের সাবেক ব্যাটার মঈন খান বলেন, 'ভারত বড় দল। তাদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলা উচিত। এশিয়া কাপের পর এখন যদি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে না আসে, সেটা খুব বাজে দেখাবে।'

তিনি আরও বলেন, 'এটা সোজা কথা। যদি ভারত আসতে চায়, তাহলে তো ভালো। তারা আসতে না চাইলে এতে কিছু যায় আসে না। এ ব্যাপারে হৈ চৈ করার কিছু নেই। এতে কারো ক্ষতি বা ভালো কিছু হবে না। এটা আইসিসির ইভেন্ট। তাদের তো উচিত ব্যাপারটা দেখা।'

এবারই প্রথম নয়, ২০২৩ সালেও একই কাণ্ড ঘটিয়েছিল ভারত দল। সেবার এশিয়া কাপের আয়োজক ছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। কিন্তু ভারতের আপত্তির কারণে সেই আসরটি গড়িয়েছিল 'হাইব্রিড' মডেলে। এতে পাকিস্তানের পাশাপাশি এশিয়া কাপের সহ-আয়োজক হয়েছিল শ্রীলংকা।

এশিয়া কাপের মতো এবারও হাইব্রিড মডেলেই হতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এরই মধ্যে নাকি বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।

ভিক্টরের জোড়া গোল, রিয়ালকে হারাল বার্সা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ এবং বার্সেলোনা নতুন মৌসুম শুরুর আগেই মুখোমুখি হয়েছে। প্রাক মৌসুমের এল ক্লাসিকোতে রিয়াল মাদ্রিদকে ২-১ গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। জোড়া গোল করে এই ম্যাচে জয়ের নায়ক পাউ ভিক্টর।

৪ আগস্ট নিউ জার্সির মেট লাইফ স্টেডিয়ামে দুই জায়ান্টের লড়াইয়ে প্রকৃতিও বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রথমার্ধের ১১ মিনিট মাঠে গড়ানোর পর বজ্রপাতের হানায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় খেলা স্থগিত থেকেছে। মাঠে খেলা শুরু হলে দাপট দেখাতে শুরু করে বার্সেলোনা। সেই সঙ্গে আলো ছড়াতে শুরু করেন ভিক্টর। ৪২ মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পান বার্সেলোনা। ৫৪ মিনিটে দ্বিতীয় গোল আদায় করেন পাউ ভিক্টর।

রিয়াল মাদ্রিদ অবশেষে বেঞ্চের শক্তিতে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে একেবারে শেষ দিকে। বার্সেলোনার অরক্ষিত রক্ষণে সুযোগে স্কোর ২-১ করেন নিকো পাজ। ম্যাচ শেষ হওয়ার আট মিনিট বাকি থাকতে কর্নার থেকে হেড করে জাল কাঁপান তিনি। যদিও লাভ হয়নি তাতে। বার্সা জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে।

আলকারাসকে হারিয়ে

জোকোভিচের স্বর্ণ জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি বছরটা কোনোভাবেই ভালো কাটছিল না নোভাক জোকোভিচের। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে খালি হাতে ফিরতে হয় রেকর্ড ২৪ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী এই তারকাকে। এরপর উইম্বলডনের ফাইনালে হেরে যান কার্লোস আলকারাসের কাছে। অলিম্পিক ফাইনালে আবারও আলকারাসই তার বাধা হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু সেই বাধা টপকে ঠিকই স্বর্ণপদকে নিজের নামটা লিখে ফেলেন তিনি। অলিম্পিকে পঞ্চমবারের চেষ্টায় প্রথমবারের মতো পেলেন এই স্বাদ।

আলকারাসকে ৭-৬ (৭-৩), ৭-৬ (৭-২) গেমে হারিয়ে প্যারিস অলিম্পিকে ছেলেদের একক ইভেন্টে সোনা জিতেছেন এই সার্বিয়ান তারকা।

২ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে লাল মাটির কোর্টেই হাঁটু গেড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন জোকোভিচ। চোখ দিয়ে পানি গড়িয়েছে আলকারাসেরও। দুই মাস আগে এখানেই ফ্রেঞ্চ ওপেনের শিরোপা উঁচিয়ে ধরেন তিনি। কিন্তু অলিম্পিকে রুপা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে তাকে। এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন ইতালির লরেঞ্জো মুসেত্তি।

জোকোভিচের আগে নারী-পুরুষ মিলিয়ে চারটি গ্র্যান্ডস্ল্যাম জেতার পাশাপাশি অলিম্পিকে সোনা জয়ের কীর্তি ছুঁয়েছেন রাফায়েল নাদাল, সেরেনা উইলিয়ামস, আন্দ্রে আগাসি ও স্টেফি গ্রাফ।

মাদুশঙ্কা-পাথিরানার পর

ভারত সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শ্রীলঙ্কা দলে হিড়িক পড়েছে চোটের। একের পর এক ক্রিকেটার দল থেকে ছিটকে যাচ্ছেন ইনজুরিতে পড়ে। ভারতের বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজের মাঝেই এবার তারা নিজেদের বড় তারকাকে হারাল। বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে এই সিরিজে আর খেলা হবে না অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার। এর আগে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে দুই পেসার চোটের কারণে ছিটকে যান। তারও আগে টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে চোটে পড়েন তিন লঙ্কান পেসার।

হাসারাঙ্গার চোটের বিষয়টি শনিবার এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। ইতোমধ্যে তার বদলি খেলোয়াড়ের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। বাকি দুই ওয়ানডের জন্য দলে ডাক পেয়েছেন ৩৪ বছর বয়সী লেগস্পিনার জেফ্রি ভেন্ডারসি। এর আগে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে ম্যাচটি নাটকীয়ভাবে ড্র করেছিল ভারত-শ্রীলঙ্কা। যেখানে হাসারাঙ্গা ২৪ রানের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ৩টি উইকেটও নিয়েছিলেন।

হাসারাঙ্গার চোটের বিষয়ে এসএলসি জানিয়েছে, 'প্রথম ওয়ানডেতে ১০ম (ব্যক্তিগত) ওভারের শেষ বল করার সময়ই তিনি বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে ব্যথা অনুভব করা শুরু করেন। পরবর্তীতে এমএরআই করানোর পর তার চোটের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।'

হাসারাঙ্গার অনুপস্থিতির মধ্য দিয়ে শ্রীলঙ্কা দলের চোটের তালিকা আরও দীর্ঘ হলো। এর আগে চোটের কারণে ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে যান দুই তারকা পেসার দিলশান মাদুশঙ্কা (হ্যামস্ট্রিং) ও মাথিশা পাথিরানা (কাঁধে)। আর অসুস্থতার কারণে দুষ্মান্ত চামিরা ও থাম্ব চোটের কারণে নুয়ান থুসারা আগেই ওয়ানডে সিরিজ থেকে নাম কাটিয়ে নেন। এ ছাড়া টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগমুহূর্তে চোটে পড়েন আরেক পেসার বিনুরা ফার্নান্দো।

প্রথম ওয়ানডেতে ২৩১ রানের লক্ষ্য তাড়ায় শেষদিকে দুই উইকেট বাকি থাকতেই এক রান দরকার ছিল ভারতের। যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন হাসারাঙ্গা। ৫৮ রানে ৩ উইকেট এবং ব্যাট হাতে করেছেন ২৪ রান। শেষদিকে দুনিথ ভেল্লালাগের সঙ্গে জুটি বেধে তিনি লঙ্কানদের লড়াকু পুঁজি এনে দেন। পরবর্তীতে ভারত সমান ২৩০ রান করে ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR